REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৫ ইংরাজী 22nd May 1918. | ২য় সংখ্যা

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৶০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

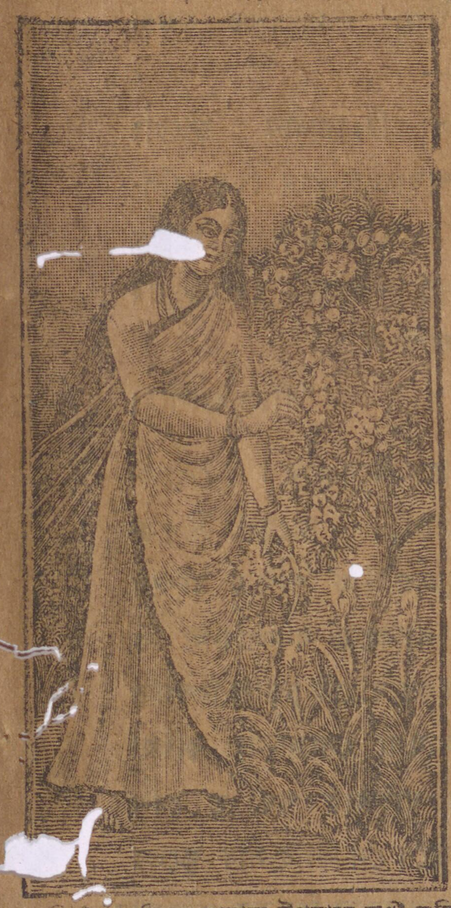

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য!

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাকালে সমুপস্থিত হয়, যদি এরূপ আপনার দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সকাল হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পূজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে সুখী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য	…	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	…	।/০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	…	২॥০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	…	॥৵০ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কিনা করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	…	১।০ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	…	৩৸০ তিন টাকা বার আনা;
ডাক-মাশুল ও প্যাকিং	…	১৸০ এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি)	…	১৫৲ পনর টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৩ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেজাল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, শুক্র পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অবসাদ, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনা, এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুষং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

জঙ্গিপুর সংবাদের মূল্য বৃদ্ধি।

আমরা গত চারি বৎসর কাল জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জে বার্ষিক ১৲ এক টাকা ও অন্য স্থানের জন্য বার্ষিক ১৷৷০ দেড় টাকা লইয়া "জঙ্গিপুর সংবাদ" দিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য সংবাদ পত্রের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। কিন্তু কাগজ ও ছাপাখানার যাবতীয় দ্রব্যের দুর্মূল্যতা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে এইবার পরাভূত করিল। সাবেক মূল্যে "জঙ্গিপুর সংবাদ" দিতে আমরা আর পারিলাম না। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে "জঙ্গিপুর সংবাদের" বার্ষিক মূল্য জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জে ১৷৷০ দেড় টাকা ও ডাকে ২৲ দুই টাকা নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩২৫ সাল।

সানুনয় নিবেদন।

"জঙ্গিপুর সংবাদের" গ্রাহকগণের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা কাগজাদির দুর্মূল্যতার জন্য মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই বর্দ্ধিত হারে মূল্য দিতে যাঁহারা নারাজ তাঁহারা যেন আগামী সপ্তাহেই আমাদিগকে জানান, নচেৎ ভিঃ পিঃ করিলে বা মূল্যপ্রাপ্তির আশায় কাগজ পাঠাইতে থাকিলে আমরা অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইব। সহরের গ্রাহকগণ আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া বা যে লোক কাগজ বিলি করিতে যাইবে তাহার মারফতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

এতদঞ্চলে বস্ত্রহরণ।

কিশোরীমোহন অধিকারী মহাশয়ের বাস জঙ্গিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী চরকা গ্রামে। অধিকারী মহাশয়ের পেশা গুরুগিরি। কয়েক দিবস পূর্ব্বে ইনি জনৈকা বৈষ্ণবী সমভিব্যহারে লইয়া তিলডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া শিষ্যালয় উদ্দেশে গমন করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইতে চলিয়াছে। অধিকারী মহাশয়ের সাঙ্গনী বৈষ্ণবীর নিকটে একটী পুঁটুলীর [illegible] খান দুই পরিধেয় বস্ত্র দুইখান গামছা [illegible] মের ঝোলা ছিল।

তিলডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূর গমন করার পর দুইজন মুসলমান তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। কিছুদূর অনুগমন করার পর বৈষ্ণবীর পুঁটুলিটী কাড়িয়া লইয়া সটান দৌড়। অধিকারী মহাশয় বেগতিক দেখিয়া উচ্চবাচ্য করেন নাই। তাঁহাদের পরণের কাপড়ে হস্তক্ষেপ করে নাই ইহাই মন্দের ভাল বলিতে হইবে। হ'ল কি! এতদঞ্চলে এ উৎপাত ছিল না। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?

ডাক্তারখানা না জেলখানা।

"নোয়াখালী সম্মিলনী"তে প্রকাশ— "স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের একটী রোগীর মৃত্যু সম্বন্ধে অতি গুরুতর সংবাদ শুনা যাইতেছে। গুজব এক মুসলমান রোগী হাসপাতালে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিল। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার নাকি উক্ত রোগী দ্বারা তাঁহার নিজ ব্যবহারের জ্বালানি কাষ্ঠ বহন করাইয়াছিলেন। যে দিন লোকটী কাষ্ঠ বহন করে সেই রাত্রে সে লোকটী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। লোকটী এই কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপাল আপিসের কর্ম্মচারীগণের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়াছিল। কাঠ বহন করার দরুণ লোকটী মারা পড়িয়াছে কিনা সেকথা আমরা বলিতে না পারিলেও এ কথা আমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, যে লোকটী রোগে এতই কাতর, তাহার দ্বারা ডাক্তার বাবু এই কার্য্য করাইলেন কোন্ ক্ষমতায়? ইহার বিশেষ তদন্ত আবশ্যক।"

ঘরের ছেলে ঘরে গেল।

জঙ্গিপুর স্কুল বোর্ডিংএ যে বিদেশী ছেলেটী কলেরা রোগে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। কোমল হৃদয় বালক চতুষ্টয় প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা ও যত্ন করিয়াছিল সে কথা যথা সময়ে "জঙ্গিপুর সংবাদে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার চিকিৎসকগণের মহত্ত্বের কথা বলিব। পীড়ার প্রথম রাত্রিতে যখন রোগীর 'যায় যায়' অবস্থা সেই রাত্রিতে স্থানীয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নারায়ন বড়াল মহাশয় সমস্ত রাত্রি রোগীর নিকটে থাকিয়া 'সেলাইন ইন্‌জেকসন' করেন, ইহাতে রোগীর লুপ্ত নাড়ীর সঞ্চার হয়। তৎপরে ডাক্তার বসন্তকুমার বানার্জ্জী, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও ব্রজেন্দ্র বাবু প্রত্যেকেই যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়া রোগীকে যেন যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনেন। কলেরার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল বটে কিন্তু ডিসেণ্ট্রি ও পায়ের যেস্থানে 'ইন্‌জেকসন' হইয়াছিল [illegible] সেই স্থানে বেদনা হইয়া আবার রোগী [illegible] প্রায় হইয়া উঠিল। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু এই সময়ে রোগীকে হাসপাতালে রাখিয়া মাসাধিককাল খুব যত্নের সহিত চিকিৎসা করায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়া গত সোমবার পিতামাতার সহিত গৃহে গমন করিয়াছে। উক্ত চিকিৎসকগণ কেহই এই রোগীর চিকিৎসা করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। স্থানীয় ঔষধ ব্যবসায়ী ডাক্তার নন্দলাল পাল এগু সন্স বালকটীর কলেরার সময় যত ঔষধ দিয়াছিলেন তাহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া খুব সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। সাধু! সাধু!! সাধু!!!

ছি! ছি!! ছি!!! লাজে মরে যাই।

জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা ও মামলা মোকদ্দমার সংবাদ পাইয়া আমাদের রামপুরহাটের সহযোগী "বীরভূমবাসী" ও "রাঢ়দীপিকা" নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"মোকদ্দমাগুলি বিচারাধীন সুতরাং মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাদের এমন কিছু বলিবার অধিকার নাই। তবে জঙ্গিপুর [illegible] বলিব 'বাহবা জঙ্গিপুর, জঙ্গিপুরই হোমরুলের রাজধানী হইবার যোগ্য।"

"বীরভূমবাসী"।

"শ্রাদ্ধ গড়াইয়াছে অনেকদূর। কেলেঙ্কারীর বেহদ্দ হইয়াছে,......শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উচ্চ শিক্ষিত বহুতর অন্যান্য ভদ্রলোক থাকিতে মামলাগুলি কি বেতনভোগী বিচারকের দ্বারাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে?...মামলা মোকদ্দমা করিয়া পরস্পর জাহান্নামে যাইবার পথ ত বেশ উন্মুক্ত রহিয়াছে তবে সে কলহ-সাধ স্কুলের উপর মিটাইয়া জনসাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান এই স্কুলটীকে উৎসন্নে দিয়া কি পুরুষার্থ সংসাধিত হইবে? সম্মুখে যুদ্ধ ভূমিও পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে গিয়া সমর পিপাসা মিটাইলেও দেশের ও রাজার অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা এ সম্বন্ধে এখন আপন বাসনা জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম, অতঃপর মোকদ্দমা না মিটিলে মোকদ্দমা চূড়ান্ত হওয়ার পর এ প্রসঙ্গের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব এবং ধামা খুলিয়া ভিতরের পচা মাল লোকলোচনে হাজির করিব।"

"রাঢ়দীপিকা"।

এই সমস্ত কলঙ্ক যেন আমাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে! নির্লজ্জ বেহায়া যেমন এক একটী অসঙ্গত অজুহাত দিয়া লজ্জা ঢাকিবার চেষ্টা করে ও মনকে সান্ত্বনা দেয়। আমাদের সান্ত্বনা লাভের একমাত্র অজুহাত

'জঙ্গিপুর' শব্দটী— জঙ্গী মানে মিলিটারী অর্থাৎ জঙ্গীপুরবাসী সব মিলিটারী মেজাজের। কাজেই ঠাণ্ডা মেজাজ হওয়া অসম্ভব। যদিও জঙ্গিপুর হইতে একটী প্রাণীও লড়াইয়ে যায় নাই তবুও বলিতে পারি আমরা এই ভাবে অল্পে অল্পে যুদ্ধের রিহার্সাল দিতেছি।

এ ত গেল বর্ত্তমানের ব্যাপার। মহাত্মা ভগীরথ সগরকুল উদ্ধারের জন্য পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে মর্ত্তে লইয়া আইসেন সে আজ কত দিনের কথা? গোমুখী হইতে সাগরোদ্দেশে যাইতে যাইতে জঙ্গিপুরের এলাকা ছাপঘাটীতে আসিয়াই পদ্মাসুর কর্ত্তৃক গঙ্গা অপহৃতা হইলেন। এই মহাস্থানের সুমান আজ ছুটে নাই; বহুযুগ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের এই দেশ সৎকর্ম্ম পণ্ড করিতে অভ্যস্ত। কাজেই লজ্জা সরম আমাদের চিরদিনই কম। যদিও এখানকার স্থানীয় লোক ইদানীং অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাও স্বাতী নক্ষত্রের জলের মত স্থান বিশেষে পতিত হইয়া স্থানোপযোগী ফল ফলাইতেছে।

নিমতিতার চৌধুরী পরিবারে আবার মৃত্যু।

কয়েক বৎসর হইতে এই জমিদার পরিবারের যে কি দুঃসময় যাইতেছে তাহা বলিবার নয়। নির্দ্দয় কাল অল্প কালের মধ্যে এই পরিবারের বালক যুবক ও বৃদ্ধে অনেকগুলি মহাপ্রাণীকে হরণ করিল। এই সেদিন ৺গৌরসুন্দর চৌধুরী মহাশয়ের এক মাত্র জল পিণ্ডের আধার পৌত্র রাধাগোবিন্দ মায়ের কোল শূন্য করিয়া বালিকা পত্নীকে জন্মের মত অনাথিনী করিয়া পরলোক গমন করিলেন। আত্মীয় স্বজনের হৃদয় তাঁহার শোকে সমাচ্ছন্ন এমন সময় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর মাতৃদেবী গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। অবশ্য তিনি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া পরলোক গমন হিন্দু বিধবার পক্ষে খুব ভাগ্যের কথা। আজ কোথায় তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণ ভুরি ভোজনের আয়োজন করিবেন, তা না হইয়া রাধাগোবিন্দের জন্য হাহাকার উপস্থিত। রাধাগোবিন্দের মৃত্যুতে যেন এই বৃদ্ধা কর্ত্রীর মরণকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ভগবান্, মহেন্দ্র বাবু ও জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে এই স্বজন বিয়োগ যন্ত্রণা সহিবার ক্ষমতা দাও। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা মানুষের নাই।

ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্নলিখিত আইনটি ১৯১৮ সালের ৬ মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের সম্মতি লাভ করায়, এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হইল:—

১৯১৮ সালের ২ আইন।

সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হয় তৎসম্বন্ধে সুব্যবস্থা করণার্থ আইন।

সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হয় তৎসম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হওয়ায়, এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা হইল:—

সংক্ষিপ্ত নাম ব্যাপ্তি ও আরম্ভ।

১ ধারা। (১) এই আইন সিনেমাটোগ্রাফ সম্বন্ধীয় ১৯১৮ সালের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) ইহা ব্রিটিশ, বেলুচিস্থান সমেত সমস্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেব, ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখের আদেশ করিবেন সেই তারিখে ইহার কার্য্যকাল আরম্ভ হইবে।

অর্থ নির্দ্দেশ।

২ ধারা। বিষয় বা প্রসঙ্গের বিরোধী কিছু না থাকিলে এই আইনে—"সিনেমাটোগ্রাফ" শব্দে গতিশীল চিত্রাবলী বা চিত্র পরম্পরা প্রদর্শনার্থ যে কোন যন্ত্র বুঝাইবে; "স্থান" শব্দে বাড়ী, বিল্‌ডিং, তাঁবু বা জলযান বুঝাইবে; এবং "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে এই আইনানুসারে গঠিত বিধিসমূহ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

সিনেমাটোগ্রাফ সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে।

৩ ধারা। এই আইনে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, কোন ব্যক্তি, এই আইনানুসারে লাইসেন্স করা স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে, কিম্বা ঐ লাইসেন্সে লিখিত সর্ত্ত ও নিষেধ অমান্য করিয়া, সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

লাইসেন্স প্রদানকারী কর্ত্তৃপক্ষ।

৪ ধারা। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা কোন প্রেসিডেন্সি সহরে বা রেঙ্গুন সহরে, পুলিশের কমিশনর এই আইনানুসারে লাইসেন্স প্রদান করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষ (অতঃপর ইনি "লাইসেন্স প্রদানকারী" কর্ত্তৃপক্ষ নামে আভিহিত হইবেন)।

তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া, কোন সমগ্র প্রদেশের জন্য বা প্রদেশের অংশ বিশেষের জন্য, অপর কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উক্ত বিজ্ঞাপনে এই আইনের অভিপ্রায় মত লাইসেন্স প্রদানকারী কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স প্রদানকারী কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার সঙ্কোচ।

৫ ধারা। (১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্ত্তৃপক্ষ এই আইনানুসারে কোন লাইসেন্স দিবেন না, যদি তাঁহার এইরূপ প্রতীতি না হয় যে—

(ক) এই আইনানুসারে প্রণীত বিধিগুলি মুখ্যতঃ প্রতিপালিত হইয়াছে; এবং

(খ) যে স্থানের সম্বন্ধে লাইসেন্স দেওয়া হইবে সেই স্থানে চিত্রদর্শকদিগকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করণার্থ উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সে এইরূপ একটি সর্ত্ত থাকিবে যে, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যে চিত্র সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শনের উপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দেন, এবং যাহাতে প্রদর্শনকালে সেই কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দেখা যায় ও যাহা সেই চিহ্নযুক্ত হইবার পর কোনরূপে পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত না হয়, এমন চিত্র ভিন্ন অন্য কোন চিত্র উক্ত স্থানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রদর্শন করিবেন না বা প্রদর্শন করিতে দিবেন না।

(৩) এই ধারার উল্লিখিত বিধানসমূহের এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশের অধীনে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিবেন তাঁহাদিগকে, এবং যে সকল নিয়ম, সর্ত্ত ও নিষেধ স্থির করিবেন তদনুসারে, এই আইনানুযায়ী লাইসেন্স দিতে পারিবেন। ক্রমশঃ।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কি চান?

কাপড়, বাসন, চাঁদী, সোণা, গিনি সবই আছে।

আমরা বিলাতী, দেশী, মিলের ও তাঁতের যাবতীয় সুতী কাপড়, মির্জ্জাপুর, শিবগঞ্জ, বালুচর, ইসলামপুর প্রভৃতি স্থানের রেশমী ও মটকা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছি বোম্বাই ও পার্শী সাড়ী বিক্রয়ার্থ রাখি। যাবতীয় পশমী শীতবস্ত্র সর্ব্বদা পাইবেন।

খাগড়া, দাঁইহাট, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সুন্দর সুন্দর বাসন মজুত রাখিয়াছি। বিবাহের দান ও শ্রাদ্ধাদির ষোড়শ জন্য সর্ব্বদা সকল রকম বাসন ও আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্য খুব বেশী দামী হইতে সুবিধাদরের সরবরাহ করিয়া থাকি। অপছন্দ হইলে ফেরত লইয়া পছন্দমত মাল দেওয়া হয়।

বিনীত—বুধসিং বোথরা

রঘুনাথ

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;

চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক। ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় থাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটী
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)।

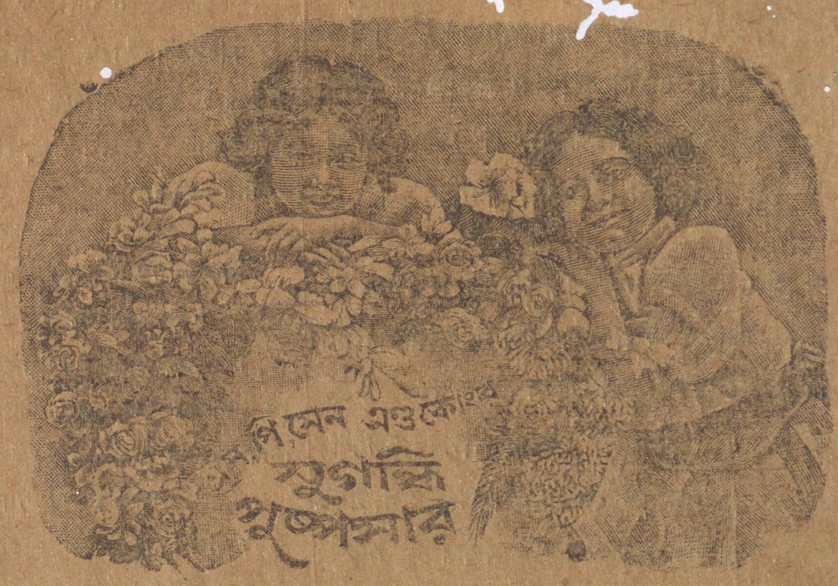

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—'সুরমা' মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন— সুরমার সদ্গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও অল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগকালে বিজাতীয় যাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেলা-যূথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ।

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যূথিকা।—আমাদের ঘরের যূথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্ জেসমিন।—মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ৶৹ পাঁচ আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৵৹ পাঁচ আনা।

মিল্ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ পাঁচ আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা